দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

20

দলীয় বিবেচনায় বেসামাল

বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে ৫৫২ কোটি টাকা খরচ করা নিয়ে। খরচ করা হচ্ছে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য। এ টাকার সিংহভাগ এসেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে, ঋণ হিসেবে; কারো পারিবারিক সম্পত্তি থেকে আসেনি, সরকারি দলের 'নিজস্ব তহবিল' থেকেও নয়। কিন্তু বরাদ্দ বিতরণ হয়েছে বেছে বেছে মন্ত্রী ও সংসদের সরকারি দলের সদস্যের নির্বাচনী এলাকায়, তাদের ভাবমূর্তিতে চুনকাম করার জন্য। অবশ্য ছিটেফোঁটা ব্যতিক্রম আছে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'দি এক্সেপশন প্রুভস্ দি রুল'।

জরিপ ও নানা ধরনের খোঁজখবর করার পর নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে দেশের ৪৬০টি থানার প্রায় ৭ হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেছে নেয়া হয় অবকাঠামো উন্নয়ন, নবায়ন, মেরামত ও সম্প্রসারণের জন্য, প্রতিষ্ঠান-গুলোকে 'নতুন জীবন' দেয়ার জন্য। ন্যায়বিচারের স্বার্থে ঠিক করা হয় প্রতিটি থানায় ১৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (২টি বালিকাসহ) ও ২টি মাদ্রাসা উন্নয়নের জন্য তালিকাভুক্ত করা হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কম-বেশি ৮ লাখ টাকা খরচ করা হবে। ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান এডিবি ও আমাদের পরিকল্পনা কমিশন এই প্রস্তাব অনুমোদন করে।

দেশের ৪৬০টি থানার মধ্যে উন্নয়নের ৫৫২ কোটি টাকা সমানভাবে ভাগ করে দেয়ার কাজটি সরকারের 'উচ্চ পর্যায়ের' লোকজনের পছন্দ হলো না। প্রথম শোনা গেল, সরকারিদলের নেতাদের এলাকার নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তালিকায় যোগ করা হচ্ছে। ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান বেঁকে বসার পর তালিকা লম্বা করার উদ্যোগ ব্যর্থ হলো। কিন্তু মন্ত্রী ও সংসদের সরকারিদলের সদস্যরা নাছোড় বান্দা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাইরে নিয়ে 'উচ্চ পর্যায়ের' নির্দেশে তালিকাটার খোলনলচে বদলে এমন রূপ দেয়া হলো, যাকে উন্নয়নের দলীয়করণের পরাকাষ্ঠা বলা যেতে পারে। কোন রাখ ঢাক আর করা হচ্ছে না।

প্রতিটি থানায় গড়ে ১৫টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের তালিকায় থাকার কথা থাকলেও ৩০টি থানার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তালিকায় রাখা হয়নি বলে আমাদের এক সহযোগী দৈনিক জানিয়েছে। এগুলো সংসদে বিরোধীদলের পদত্যাগকারী সদস্যদের নির্বাচনী এলাকায়। কিছুদিন আগে দয়াপরবশ হয়ে এ থানাগুলোতে নাকি ২টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

শতাধিক থানায় নাকি ৩০টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন হয়েছে। এদের মধ্যে আছে ফেনীর পরশুরাম, জামালপুরের সরিষাবাড়ি, চট্টগ্রামের চন্দনাইশ, কুমিল্লার হোমনা, বগুড়ার গাবতলী, মৌলভীবাজারের কয়েকটি, পঞ্চগড়ের সরগুলো। ব্যতিক্রমধর্মী চ্যাম্পিয়ন নাকি কক্সবাজারের চকরিয়া থানা। ৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাগ্য সেখানে খুলে গেছে। থানাটি একজন বিরোধীদলীয় সাংসদের নির্বাচনী এলাকা; কিন্তু অভিযোগ করা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক কর্মকর্তা নির্বাচনে দাঁড়াতে চান, তিনিই প্রভাব খাটিয়ে কাজটি করিয়েছেন।

নির্বাচনের বছরে বেছে বেছে 'বিশেষ বরাদ্দ' দেয়াকে দেশের জন্য নির্বাচনী খেসারত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু উন্নয়নে দলীয়করণের বেসামাল অবস্থা অনেক দিন ধরেই চলছে, তার প্রমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের থানাওয়ারী উন্নয়নে মাত্রাতিরিক্ত বৈষম্য।

আঞ্চলিক ভারসাম্য জলাঞ্জলি দিয়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বিকৃত করা হচ্ছে। ঋণের টাকায় উন্নয়ন কি দলীয় প্রার্থীদের নির্বাচনী ভাবমূর্তির জন্য? আমাদের শাসনপদ্ধতিতে গলদ কোথায় যে এগুলো আমরা ঠেকাতে পারি না, এ সব অনাচারের জন্য কাউকে আমরা কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারি না?